https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি ৫৬: পরমাত্মা ও জীবাত্মার পূর্ণ সম্মিলনের ভাব-সঙ্গীত

অরুণাভ রায়[1]

বিষয় সংক্ষেপ:

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'গীতাঞ্জলীর' প্রতিটি গীতিতে জীবন-দর্শনের ভাবতত্ব ও ভগবৎ চেতনার কথা তুলে ধরেছেন। বৈষ্ণবীয় ধারা, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদাবলী, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার প্রভাব গীতাঞ্জলির প্রতিটি গানে বা কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব কবি গীতাঞ্জলির প্রতিটি গীত অর্থাৎ গানের মাধ্যমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সশ্রদ্ধ অঞ্জলী প্রদান করেছেন। ভগবদ্ চেতনা ও আধ্যাত্মিক অভীষ্ট পূরণের জন্য কবি বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তির ওপর গভীরভাবে আলোকপাত করেছেন। কবির বিশুদ্ধ ভক্তি, গভীর প্রেম এবং একনিষ্ঠ আরাধনা বাধ্য করেছে ভগবান কে গোলক থেকে ভূলোকে নেমে আসতে। কবি তাঁর অন্তরে উপলব্ধি করছেন চিরন্তন ঐশ্বরিক পরমানন্দ। গীতাঞ্জলির ৫৬ নম্বর গানে, কবি প্রেম ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। এখানে কবি নিজেকে ভক্ত প্রেমিকা এবং ভগবানকে প্রেমিক রুপে কল্পনা করেছেন। কবি খুবই আনন্দিত কারণ ঈশ্বর তাকে ভালোবাসেন। ভক্তের উপস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে কবি বলেছেন তিনি না থাকলে তাঁর ঈশ্বরিক প্রেম মাধুর্যের মহিমা জগৎ সংসারে প্রাকাশিত হত না। কবি ক্ষুদ্র হলেও তুচ্ছ নন স্বয়ং ভগবান তার পূজা, আরাধনা ও সেবা গ্রহণ করে আনন্দ পান। জগৎ সংসারের জন্য ঈশ্বরের বিবিধ পরিকল্পনা ভক্তের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। বিশ্ব-নিয়ন্তা শ্রীভগবান বিবিধ অপরুপ অবতারে অবতীর্ণ হন ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও ভক্তকে রক্ষা করার জন্য। তিনি ভক্তের ভগবান। ভক্ত হৃদয়ের অন্তরে যে প্রেমকলি প্রস্ফুটিত হয় তা প্রকৃতপক্ষে প্রেমময় ভগবান প্রদত্ত। যখন কবির জীবাত্মা, পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবে— তখনই প্রেমের পূর্ণ সম্মিলন ঘটবে। মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য জীবনের পরম সত্যের অনুসন্ধান করা। বৈষ্ণব কবি রবীন্দ্রনাথের মতে আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত পর্যায় ভগবদ্ প্রেম লাভের মাধ্যমেই সম্ভব। দিব্য প্রেমের প্রতিমূর্তি শ্রীমতী রাধিকার প্রেম মাধুর্যে ও ভাব-গাম্ভিয্যের চিত্র এই কবিতা অনুসরণে পাওয়া যায়। এই গবেষণাপত্রে, আমি গীতাঞ্জলির ৫৬ নাম্বার গীতি—"তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর/তুমি তাই এসেছো নীচে" বিষয়ে বিবিধ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করবো।

মূল-শব্দাবলী: *দিব্য, আত্মসমর্পণ, প্রেম, রুপ, আরাধনা।*

AIJITR - Volume - 2, Issue - III, May-Jun 2025

Copyright © 2025 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

ভূমিকা :

সর্বকালের শ্রেষ্ঠকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বলতম ব্যাক্তিত্ব। নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন বিশ্বের কবি।। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, ছোটো গল্পকার, গদ্যরচিয়তা, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, নাট্যকার, অন্যদিকে গীতিকার ও সুরকার। তাঁর কাব্যিক ছন্দ প্রসঙ্গে এড ওয়ার্ড থম্পসন প্রশংসা করেছেন –"impeccable metrical achievements ". বৈষ্ণব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলির প্রতিটি গীত অর্থাৎ গানের মাধ্যমে ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে সশ্রদ্ধ অঞ্জলি প্রদান করেছেন। মহাকবি কালিদাসের দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন রবি কবি। বৈষ্ণব তত্ত্বের নিগূঢ় আলোচনা তাঁর কাব্যগ্রন্থে আস্বাদিত হয়। রচনা কালের দ্বিতীয়ার্ধে, তিনি 'উৎসর্গ' (১৯০৩), 'খেয়া' (১৯০৬) কাব্যগ্রন্থে জীবনের আধ্যাত্মিক স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। 'গীতাঞ্জলি'(১৯১২),

[1] ***M.A in English (1st Class), 4 Times NET, SET, SLET & GATE Qualified, Assistant Professor, Department of English, Mahila College, Pakur, Jharkhand***
DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/2.III.2025.105-108

AIJITR, Volume 2, Issue –III, May- June, 2025, PP. 105-108
Received on 28th May 2025 & Accepted on 25th June, 2025, Published: 30th June, 2025.

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

'গীতিমাল্য' (১৯১৪), ও 'গীতালি' (১৯১৪) কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ– জীবনদর্শন, ঐশ্বরিক মার্গ অন্বেষণ, পরম সত্যের প্রতি আকর্ষণ, জড়জাগতিক মায়ার বাঁধন ত্যাগ, ভগবৎ চেতনা এবং নিঃশর্ত রূপে আত্মসমর্পণ প্রভৃতি আলোচনা করেছেন। তাঁর কাছে ভগবান হলেন শাশ্বত, সর্বঙ্গ, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান, ব্রহ্মাণ্ড পালনকর্তা, অন্তর্যামী, করুণার সাগর, দীনবন্ধু, বিশ্বপিতা ইত্যাদি ইত্যাদি। জীবাত্মা, পরম আত্মার অভেদ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। রবি ঠাকুর মনে করেন, সর্বদা এক দিব্য শিহরণ অনুরণিত হয় যা মনুষ্য চেতনার উর্দ্ধে। তিনিই আদি, তিনিই অনন্ত। মানুষ তার সুপ্ত হৃদয় মনিতে তাঁর উপস্থিতি অনুধাবন করতে পারে না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ---

" কে গো অন্তরতর সে।
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,
বাজায় হৃদয় বাণীর তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ
কত সুখে দুঃখে হরষে।"

রবীন্দ্রনাথের মোক্ষ লাভের ধারণা ভিন্ন, ঐশ্বরিক চিন্তন সম্পন্ন। কবি ভগবানের সেবা, আরাধনা, পূজা করতে চান; অপার্থিব সুখ অনুভব করতে চান, গোলকের অমৃত সুধা পান করতে চান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদকর্তাদের বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা মাধুরীর অপূর্ব চিত্র, শ্রীমতি রাধিকার প্রেমের বিভিন্ন পর্যায় — পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, প্রেম বৈচিত্র্য, কলহান্তরিতা মান, মিলন, বিপ্রলম্ভ, আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, পরাকাষ্ঠা, ভাবসম্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। গীতাঞ্জলির প্রতিটি গীতিতে আমরা দিব্য প্রেমের ছোঁয়া পাই। শ্রী রাধিকা যেমন শ্রী কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য আকুল ছিলেন, কবি ও পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য অধীর। গীতাঞ্জলিতে কবি প্রার্থনা করছেন -

"চাই গো আমি তোমারে চাই
তোমায় আমি চাই –
এই কথাটি সদাই মনে
বলতে যেন পাই।
আর যা—কিছু বাসনাতে
ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে
মিথ্যা সে—সব মিথ্যা ও গো
তোমায় আমি চাই।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আছে প্রেমই তার ধর্ম, প্রেমই তার আত্মসমর্পনের মাধ্যম, মুক্তি লাভের একমাত্র পন্থা। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অপেক্ষা প্রেম মিশ্রিত ভক্তি রবীন্দ্রনাথের কাছে শ্রেষ্ঠ। এই প্রেমই মনুষ্য চেতনাকে জাগ্রত করে, অন্তর আত্মাকে বিকশিত করে, ফলে ভক্তি ভাবের উদ্ভব ঘটে। গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধারানী তাঁর অপার্থিব প্রেম-বারিধি, মাদনাক্ষ মহাভাব ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় হরণ করেছিলেন। কবিগুরু, শ্রীমতি রাধিকার মাদনাক্ষ মহাভাব, গোপীপ্রেম ও মধুররস আস্বাদন করে – গীতাঞ্জলির গানে গানে লীলাপুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণে কৃতাঞ্জলীপুটে নিবেদন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি' এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন, যেটি "Song offerings "নামে পরিচিত। 'গীত' শব্দের অর্থ গান/ সঙ্গীত; 'অঞ্জলি' মানে অর্পণ/উৎসর্গ। গীতি-মাধুর্য, দার্শনিক তত্ত্ব, দৈব-সুর এবং ভাবগাম্ভীর্যের জন্য গীতাঞ্জলির (ইংরেজী অনুবাদ)১০৩ টি গান বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। এই গান শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের নয়, যে কোনো বৈষ্ণব ভক্ত-হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি গীতি। এই মর্মস্পর্শী ভক্তি সঙ্গীতের লালিত্যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বিখ্যাত আইরিশ কবি W.B.Yeats, Song offerings এর ভূমিকা লিখেছেন –"I have carried the manuscript of these translations around with me for days at a time, reading it railway trains, or on the tops of omnibuses, and in restaurants. I have often had to close the book because I was afraid some stranger might see how moved I was by it,"

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

'তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর/ তুমি তাই এসেছ নীচে ':

গীতাঞ্জলির এই গানটি ভক্তি ভাবের সর্বোচ্চ স্তরের প্রার্থনা। যখন ভক্ত হৃদয় বিশুদ্ধ চিত্তে ঈশ্বরিক আরাধনায় লীন হয়, তখন ভগবান ভক্তপ্রানে ভগবদ্ চেতনার উদ্ভাস ঘটান। কবিতাটি কবির ঈশ্বরিক প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। কবিতায় কবি ভক্ত প্রেমিকা এবং ঈশ্বর হলেন দেব-প্রেমিক —ভক্তের বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক। গান টি কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুরু করেছেন আকুল চিত্তে। কবি খুব আনন্দিত কারণ ভগবান তাকে খুব ভালোবাসেন। কবির শুদ্ধ ভক্তি, গভীর প্রেম এবং একনিষ্ঠ আরাধনা বাধ্য করেছে শ্রী ভগবান কে গোলক থেকে ভূলোকে নেমে আসতে। ভক্ত কবি ক্ষুদ্র হলেও, তুচ্ছ নন স্বয়ং ভগবান তার সেবা, পূজা, অর্চনায় আনন্দ পান। ভক্তের উপস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে কবি বলেছেন তিনি না থাকলে তাঁর ঈশ্বরিক মহিমা জগৎ সংসারে প্রাকাশিত হত না। তিনি যে পরম করুণাময়, প্রেমময় তার স্বর্গ-মর্ত-পাতালে প্রকাশই পেত না, যদি ভক্ত কবি না থাকতেন। তাঁর দিব্য প্রেমের ঐকান্তিক মাধুর্য ভক্ত-প্রাণে প্রতিফলিত হয়। তাই শ্রীভগবান ভক্ত কবিকে নিয়েই বিশ্ব-সংসার রচনা করেছেন। কবি প্রানে ভগবানের দৈবলীলা সর্বদা স্ফুরিত হয়। বিশ্ব পিতার বিবিধ ইচ্ছা কবি চিত্তে বিচিত্র রুপে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে –

"আপন ইচ্ছায় জীব কোটি বাঞ্ছা করে
কৃষ্ণের যা ইচ্ছা হয় তাই ফল ধরে "।

শ্রী ভগবানের উচ্ছাস, লীলা মাধুর্য্য ও বিবিধ ইচ্ছা ভক্ত কবির মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়।

"মোর জীবনে বিচিত্র রুপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে"।

পরমেশ্বর শ্রী ভগবান বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবতারে অবতীর্ণ হয়েছেন। অপূর্ব সুন্দর রুপে, রাজার বেশে বিভিন্ন মনোহরণ রূপে তিনি ভক্ত চিত্তকে আকর্ষণ করেছেন। ভক্তের সন্মান রক্ষার জন্য ভগবান বিভিন্ন রুপে প্রকট হয়েছেন। ভক্তহৃদয়স্থিত যে প্রেম তা ঈশ্বরপ্রদত্ত। ভারত ভূমিতে, ভগবানের সঙ্গেই ভক্তের পূজা করা হয়। ভক্ত ও ভগবানের পূর্ণ সম্মিলনে সম্পূর্ণ হয় ঈশ্বর -আরাধনা। তাই ভক্ত কবি গোপী প্রেম অনুরাগিনী হয়ে পূর্ণ পুরুষোত্তমের সেবায়, আরাধনায় লীন হতে চান।

" মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে"।

"তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর/তুমি তাই এসেছো নীচে" গানে কবি বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। ভক্ত প্রেমিকা দৈবপ্রেমে এতটাই প্রেম মুগ্ধ হয়েছেন, যে তিনি তাঁর আত্মসত্ত্বা হারিয়েছেন। ভক্তি প্রেমাবেসে আবিষ্ট হয়ে শ্রী হরির ধ্যানে মগ্ন হয়েছেন কবি। নিজের উপস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে তিনি বলেছেন, ভক্ত কবি না থাকলে পরমারাধ্য শ্রী ভগবানও 'অচ্যুত', করুণার অবতার রূপে প্রতিষ্ঠা পেতেন না। ভক্তের মাধ্যমেই ভগবানের লীলা উদ্ভাসিত হয়।

ভক্ত কে নিয়ে ভগবান পূর্ণ , ভগবৎ প্রেম কে ধারন করে কবি সম্পূর্ণ। তাই কবি কে নিয়েই তিনি লীলা রচনা করেছেন। তিনি " রাজার রাজা"; তিনি বৃন্দাবনের অধীশ্বর; তিনি অখিল রসামৃত বারিধি শ্যাম। ভক্তের সন্মান রক্ষার্থে; সাধু গনকে রক্ষা করার জন্য, উদ্ধার করার জন্য; কখনো দুষ্কৃতীদের বিনাশের উদ্দেশ্যে; ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আবার কখনো নাম সংকীর্তনে প্লাবিত করার জন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন যুগে নানান অবতারে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর কিছু রুপ বীভৎস, কিন্তু ভয়ংকর; আবার কখনো তিনি সুদর্শন যোদ্ধা; কখনো গোপবেশে বেনুকর নব কিশোর নটবর শ্যাম; কখনো আবার যুগল সম্মিলনের অন্তিম পরিণতি শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য রুপে ধরাধামে তিনি ভক্ত কে কৃপা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। পার্থিব জগতের মায়ার বন্ধন থেকে কবি মুক্ত কারণ তিনি গোলকের দূর্লভ প্রেম সুধায় সিঞ্চিত। বৈষ্ণব কবির আকুলতা দেখে রাধা প্রেমের কথা মনে পড়ে। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রী রাধিকার প্রিয়তম কৃষ্ণের প্রতি ব্যাকুলতা, অস্থিরতা, উদ্বেগ, বিরহ, লীলা ও আত্মসমর্পণের কথা আমরা গীতাঞ্জলির গানের মাধ্যমে স্মরণ করতে পারি। এই গানে, কবি রবীন্দ্রনাথ রাধা প্রেমে বিভোর।কৃষ্ণময়াত্মিকা শ্রী মতির কৃষ্ণপ্রেম এত প্রগাঢ়, তার ব্যাখ্যা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোকে পাওয়া যায় –

" কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে;
যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফূরে"।

(আদি লীলা, ৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক ৮৫)

উপসংহার:

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

গীতাঞ্জলির এই গীতি অধ্যায়ন করে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের গভীরতা সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারি। কবি আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। গোপী ভাবে কান্তা প্রেমের রসামৃতে কবির বাহ্য জ্ঞান রহিত হয়েছে। সাধক রবীন্দ্রনাথ সাধনের সিদ্ধাবস্তায় উপনীত হয়ে পরম প্রশান্তি লাভ করতে চেয়েছেন। কবি একজন ক্ষুদ্র দাসানুদাসী হলেও, ভগবান তার সেবা, পূজা খুব আনন্দ সহকারে গ্রহণ করেন। কবি "ভগবৎ প্রেমের" তত্ত্ব অন্তরে উপলব্ধি করে গাইলেন –

" মূর্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে"।

তথ্য সূত্র:

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গীতাঞ্জলি', ভাষা -প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ২০১৩
২) দত্ত, ডঃ পল্টু, ‘রবীন্দ্র ভাবনা শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রতিচ্ছবি এবং ঠাকুরের গীতাঞ্জলি’, আন্তর্জাতিক হিন্দু ধর্ম ও দর্শন জার্নাল, নভেম্বর ২০২১.
৩) সীতা, রাণী, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি: সর্বজনীন জীবনীশক্তির আকাঙ্ক্ষা', জার্নাল অফ ইমাজিং প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী গবেষণা, খন্ড ৬ সংখ্যা ১, ২০১৯.

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431